ভোরের কাগজ

তারিখ ...24 FEB 1998...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মানতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের গড়িমসি

ইব্রাহিম আজাদ : ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার দুর্নীতির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মানতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্থগিত ১০৫৪ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করেনি এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ১১ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করার বদলে শুধু শোকজ নোটিশ জারি করেই দায়িত্ব সেরেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবৈধ পরীক্ষার্থীদের ফল বাতিলের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২ ডিসেম্বর কতিপয় নির্দেশ প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে অভিযুক্ত সর্বমোট ৪০৮৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কম অপরাধি শুধু অবৈধভাবে কলেজ পরিবর্তনকারীর ৩৯০৪ জন পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ তথা ফল প্রকাশ। গুরুতর অপরাধ তথা একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত ৩৪ জন পরীক্ষার্থী মেয়াদ শেষ হবার আগেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং অন্যের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে নিজের ও পিতার নাম বসিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৪৫ জন সর্বমোট ১৭৯ জনের ফলাফল বাতিল করার নির্দেশ দেয়। এছাড়া বোর্ডের ১১ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত এবং ২৫টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ৫৮টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ভাতা বন্ধ করে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সূত্র জানায়, এ নির্দেশের পর কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আজিজুর রহমান তা কার্যকর না করে ৩ সপ্তাহের ছুটিতে চলে যান। পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ২৮৫০ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করলেও বাকি ১০৫৪ জনের ফল অদ্যাবধি প্রকাশ করেনি। অভিযুক্ত ১১ জন বোর্ড কর্মচারীকে বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা না করে তাদের বিরুদ্ধে শুধু শোকজ নোটিশ ইস্যু করে। কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন যে ২৫টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাও পালন করা হয়নি। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় বার বার তাগাদা দেওয়ার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের ঐ সব নির্দেশ কার্যকর করছে না।

এদিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ৫৮টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ নির্দেশ জারির পর থেকে বন্ধ করে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করেনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। এ পর্যন্ত মাত্র ৩৫টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের সরকারি অংশের বেতন ভাতা বন্ধ করা হলেও কাউকে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়নি।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আজিজুর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবদুর রহিম সরকারসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয় অজ্ঞাত কারণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।